এটি চিঠিটিগুলো ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল এ প্রকাশিত একটি ধারাবাহিকের আংশ যা ট্রটস্কির শেষ চিঠি নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

লিওন ট্রটস্কি

চেম্বারলেইনের এক "সমাজতান্ত্রিক" মিত্র প্রসঙ্গে

(মে ১৯৪০)

(নিম্নোক্ত চিঠিটি মিস সুজান লা ফোলেটের একটি চিঠির জবাব, যেখানে তিনি 'আমেরিকান মার্কারি'-র জন্য 'আসন্ন শান্তি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ করেছিলেন। মিস লা ফোলেট প্রস্তাব করেছিলেন যে ট্রটস্কির প্রবন্ধটি ব্রিটিশ লেবারপন্থী এইচ. এন. ব্রেইলসফোর্ডের 'ইউরোপ কি ফেডারেশন গড়তে পারবে?' শীর্ষক প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রকাশিত হবে, যাতে লিগ অব নেশনস-এর অনুরূপ কিন্তু "প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন" একটি ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল। — সম্পাদক, ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল)

১৪ই মে, ১৯৪০

প্রিয় মিস লা ফোলেট, আপনার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য আমি আকাশ-পাতাল এক করে দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি পারছি না। যুদ্ধ বিষয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের জন্য আমি এখন একটি বড় দলিল লিখছি এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে তা শেষ করতে হবে।

তবে আমাকে এ-ও স্বীকার করতে হবে যে মি. ব্রেইলসফোর্ডের একটি প্রবন্ধের পাশে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখার ভাবনাতেই আমি আঁতকে উঠেছি। আমি যখন 'লাইফ' বা 'লিবার্টি'-তে কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তা আমার ট্রামে চড়ার মতোই: অন্যান্য যাত্রী কারা, তা জানার কোনো আগ্রহ আমার থাকে না; কারণ কেউ আমাকে তাদের সঙ্গে এক করে দেখবে না। কিন্তু একটি "মতামতধর্মী" সাময়িকীর বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। মি. ব্রেইলসফোর্ড নিজেকে একজন বামপন্থী লেখক, এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি মনে করেন। কিন্তু আমার চোখে তিনি রক্ষণশীল মি. চেম্বারলেইনের এক পেটি

বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল ছায়ামাত্র। রাজনৈতিকভাবে আমি ব্রেইলসফোর্ডের চেয়ে চেম্বারলেইনের সঙ্গে বোঝাপড়া করাকেই শ্রেয় মনে করি। মি. ব্রেইলসফোর্ডের সঙ্গে আমার কোনো অভিন্ন অবস্থান থাকতে পারে—এই ধারণাটাই হার্স্ট প্রেসে মাঝেমধ্যে লেখার চেয়েও আমার কাছে হাজার গুণ কম গ্রহণযোগ্য।

আমার প্রিয় বন্ধু, আপনার নৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমি এতটাই উচ্চমূল্য দিই যে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্য না বলে পারছি না— “Hier stehe ich und ich kann nicht anders.” (আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, এর অন্যথা আমি করতে পারি না।)

আন্তরিকতম শুভেচ্ছা ও শুভকামনাসহ।

সশ্রদ্ধচিত্তে আপনার,

এল. ট্রটস্কি

কোয়োয়াকান, ডি. এফ.

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের ইস্তেহার

(মে ১৯৪০)

(২৪শে মে তাঁর বাড়িতে মেশিনগান হামলা হওয়ার সময় ট্রটস্কি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লব' শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিকের ইশতেহারটি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। আন্তর্জাতিকের জরুরি সম্মেলনে ইশতেহারটি গৃহীত হয় এবং এটি পুস্তিকা আকারে পাওয়া যায়। "কমরেড হ্যাংক" বাড়ির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের তদারকি করতে এসেছিলেন।)

২৮শে মে, ১৯৪০

প্রিয় কমরেডবৃন্দ,

আমি আশা করি, এতক্ষণে ইংরেজিতে ইশতেহারটির সম্পূর্ণ পাঠ্য আপনাদের হাতে পৌঁছেছে। বিলম্বের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত—প্রথমে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে, এরপর দলিলটির দীর্ঘ কলেবরের জন্য এবং সবশেষে হত্যাচেষ্টার কারণে এই দেরি হলো। আমি যেমনটা আশা করছি, আপনারা যদি ইতিমধ্যে দলিলটি অনুমোদন করে থাকেন (সম্ভবত কিছু পরিবর্তনসহ), তবে আমার মতে এই ইশতেহারের ভিত্তিতে অবিলম্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার সাধারণ প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ:

১. ইশতেহারটি ইংরেজিতে সোশ্যালিস্ট অ্যাপিল অথবা ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল-এর বর্ধিত সংস্করণে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা।

২. বিতরণের সাধারণ মাধ্যমগুলো ছাড়াও আমার প্রস্তাব হলো, ইশতেহারটির অনুলিপি সব শ্রমিক প্রকাশনা, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যালয়, উদারপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী ইত্যাদিতে পাঠানো হোক। এর সঙ্গে একটি বিশেষ চিঠি থাকবে, যাতে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাষায় সংশ্লিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের প্রতি আহ্বান জানানো হবে—দলিলটিতে আলোচিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে

তাঁরা যেন এর ওপর নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। চিঠিগুলোতে দলের সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৩. একই সঙ্গে দলিলটি নিউইয়র্কে জার্মান, ফরাসি এবং সম্ভব হলে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে বিদেশি ভাষায় অন্তত বুলেটিন আকারে হলেও প্রকাশ করা উচিত; কারণ আসন্ন সময়কালে এটি ইউরোপে প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করতে পারি না।

৪. দলের শাখাগুলোতে দলিলটি গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন ও আলোচনা করা উচিত।

* * *

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমাদের সম্পূর্ণ কর্মসূচি নতুন করে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই দলিলটির কলেবর এত দীর্ঘ হয়েছে। আমাদের কর্মসূচির সাধারণ ধারণাগুলোর পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি ছাড়া দল তার ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে না।

* * *

আমি আশা করি, প্রকাশের আগে অনুবাদের পাঠ্যটি হাতে পাব; কারণ এত দীর্ঘ একটি রচনায় গৌণ ভুল-বোঝাবুঝি থেকে যাওয়া অনিবার্য।

আন্তরিকতম শুভেচ্ছাসহ,

এল. ট্রটস্কি

পুনশ্চ: কমরেড হ্যাংক একদম ঠিক সময়েই এসেছেন। এই সপ্তাহে এখানে তাঁর উপস্থিতি কতটা উপকারী ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বার্নহ্যামের পদত্যাগ প্রাক্তন সংখ্যালঘু অংশটি সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাসের যথার্থতার একটি চমৎকার প্রমাণ। আমরা মনে করি না যে এটিই শেষ বিচ্ছেদ। — এল. টি.

বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগ প্রসঙ্গে

(জুলাই ১৯৪০)

৯ই জুলাই, ১৯৪০

প্রিয় কমরেড অ্যাল,

আমি মনে করি, ৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে তুমি নীতিগত বিষয়ের যেসব দিক সূত্রবদ্ধ করেছ, সেগুলোর সবকটির ব্যাপারেই আমরা তোমার সঙ্গে একমত।

এটি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধ আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচির গুরুত্বকে বাতিল বা খর্ব করে না। বরং ঠিক এর উল্টোটাই সত্য। অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচি হলো বর্তমান পরিস্থিতি ও সর্বহারা বিপ্লবের মধ্যকার এক সেতুবন্ধন। যুদ্ধ হলো অন্য উপায়ে রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা। যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করে। এর অর্থ দাঁড়ায়, যুদ্ধের প্রতিটি নতুন মাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী স্লোগানগুলো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমাদের অবশ্য কেবল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট ও উপযোগী করে নিতে হবে। এ কারণেই তোমার প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে আমি "পরিবর্তন করা" শব্দটি বাদ দেব; কারণ এটি এমন ধারণা তৈরি করতে পারে যে আমাদের নীতিগত কোনো বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে।

আমরা অবশ্যই বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের পক্ষে এবং একইভাবে বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগেরও পক্ষে। বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগ? হ্যাঁ। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মাধ্যমে? না। অন্য যেকোনো কাজের মতোই আমরা এই কাজের ভারও শোষকদের রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করতে পারি না। আমাদের প্রচার ও আন্দোলনে এই দুটি প্রশ্নকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেখাতে হবে। অর্থাৎ,

শ্রমিকদের সুদক্ষ সৈনিক হওয়া এবং শৃঙ্খলা, বিজ্ঞান, সবল দেহ ইত্যাদির ভিত্তিতে—বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগসহ—একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়; বরং আমাদের লড়াই সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে শোষক শ্রেণির স্বার্থে সেনাবাহিনীর অপব্যবহার করে। তোমার চতুর্থ অনুচ্ছেদে তুমি লিখেছ: "বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগ একবার আইনে পরিণত হলে আমরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করব, কিন্তু শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব ইত্যাদি।" আমি বরং এভাবে বলতে চাইব: "বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগ একবার আইনে পরিণত হলে আমরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ না করেই সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য আমাদের সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করব।"

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার যেমন বিরোধিতা আমরা করতে পারি না, তেমনি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণেরও বিরোধিতা আমরা করতে পারি না। আমাদের চোখে সামরিক প্রশিক্ষণ শিক্ষারই একটি অংশ। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে; অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে।

আমাদের অবশ্যই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে—কেবল "একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত" নয়, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে যুদ্ধ চলাকালেও। তবে আমাদের যুদ্ধবিরোধী লড়াইকে সম্পূর্ণ বিপ্লবী তাৎপর্য দিতে হবে এবং শান্তিবাদের বিরোধিতা করে নির্মমভাবে তার মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। আমাদের যুদ্ধবিরোধী লড়াইয়ের অত্যন্ত সরল ও মহৎ ধারণাটি হলো: আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা যদি পুঁজিপতিদের উৎখাত করতে অক্ষম হই, তবে যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবেই।

যুদ্ধের প্রশ্নে গণভোটের স্লোগান পরিত্যাগ করার কোনো কারণ আমি দেখি না। যুদ্ধের মতো এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ওদের গণতন্ত্রের অসারতা উন্মোচন করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার স্লোগান।

আমি মনে করি না যে সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের দাবির কারণে শ্রমিক আত্মরক্ষা বাহিনীর দাবিটি বাতিল হয়ে যাবে। যুদ্ধের আসন্নতা এবং স্বয়ং যুদ্ধ—উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উত্থানের সঙ্গে মিলে—অনিবার্যভাবে ট্রেড ইউনিয়ন, বিপ্লবী সংগঠন ও পত্রপত্রিকার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হামলার (পোগ্রম) উসকানি দেবে। আমরা আত্মরক্ষা ত্যাগ করতে পারি না। সর্বজনীন প্রশিক্ষণ আমাদের জন্য শ্রমিক আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করাকে আরও সহজতরই করবে।

“সমস্ত যুদ্ধশিল্পের ... সরকারি মালিকানা”-র পরিবর্তে “জাতীয়” অথবা “রাষ্ট্রীয় মালিকানা” ব্যবহার করা উচিত।

তোমার চিঠির বিষয়ে এই হলো আমার মন্তব্য।

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শুভেচ্ছাসহ,

এল. ট্রটস্কি

একজন বুদ্ধিজীবীর দুর্ভাগ্য

(জুলাই ১৯৪০)

২৯শে জুলাই, ১৯৪০

প্রিয় অ্যাল,

কমরেড এক্স-এর চিঠি সংযুক্ত করে ৪ঠা জুলাই তুমি যে চিঠি পাঠিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ। বিচার বিভাগীয় তদন্ত আমার সম্পূর্ণ সময় কেড়ে নেওয়ায় উত্তর দিতে বিলম্ব হলো।

জে. সম্পর্কে তুমি যা লিখেছ, তা আমার এই আশঙ্কাকেই নিশ্চিত করে যে আন্দোলনের জন্য সে হয়তো সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে বসেছে। তার দুর্ভাগ্য এই যে সে কখনো গণআন্দোলনের অংশ ছিল না। ভেতর থেকে শ্রমিক সংগঠনকে সে কখনো শেখেনি। এই দুর্ভাগ্য আরও অনেকের সঙ্গেই তার অভিন্ন, তবে তার ক্ষেত্রে এটি আরও প্রকট রূপ নিয়েছে। শ্রমিকদের সংগঠিত করার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তার যুক্তিতর্কগুলো নিছক অনুমাননির্ভর; এগুলোর কোনো ভিত্তি বা সারবত্তা নেই।

গত কয়েক মাসে মিনিয়াপলিস থেকে আমাদের বন্ধুরা দেখা করতে এসেছিলেন। কী বিরাট পার্থক্য! এঁরা সক্রিয়, আশাবাদী, আত্মবিশ্বাসী এবং আদ্যোপান্ত বিপ্লবী।
অন্যদিকে, সংখ্যালঘু অংশের সাত সদস্যের একটি দলও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দলের ইতিহাসের সূচনালগ্নের রুশ মেনশেভিকদের সব বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন—যাদের প্রথম দর্শনে আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল, দৃঢ় ও গম্ভীর বলে মনে হয়েছিল—তারা তথাকথিত ‘ওয়ার্কার্স পার্টি’ ত্যাগ করছে।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

ট্রটস্কি

জিপিইউ-এর নতুন মিথ্যাচার অঙ্কুরেই বিনাশ

(আগস্ট ১৯৪০)

২রা আগস্ট, ১৯৪০

প্রিয় বন্ধু চার্লস,

মনে হচ্ছে এখানকার স্তালিনবাদীরা ডেভিড সিকেইরোসকে আমার এজেন্ট বানানোর এক নতুন মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

পলিটব্যুরোর (মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টির) একজন সদস্য এবং (২৪শে মে-র) হামলার ঘটনায় আটক বন্দীদের একজন, ডেভিড সেরানো, জবানবন্দি দিয়েছে যে ডিয়েগো রিভেরা ও আমি ডেভিড সিকেইরোসকে তার পত্রিকার জন্য অর্থ দিয়েছিলাম।

এই নতুন বানোয়াট কাহিনিটি নিশ্চিতভাবেই জিপিইউ-এর পক্ষ থেকে এসেছে ডেভিড সেরানোর আইনজীবী পাভন ফ্লোরেস নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে—যে অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির একজন মানুষ এবং যেকোনো দুষ্কর্ম করতে সক্ষম। তারা আবারও ডিয়েগো রিভেরার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদকে সাজানো বলে তুলে ধরবে।

এই বিচ্ছেদের ঠিক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলে—এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এ ব্যাপারে তুমি আমাকে একটি হলফনামা পাঠালে ভালো হয়। বিভিন্ন ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরার প্রয়োজন নেই; এক বা দুই পৃষ্ঠাই যথেষ্ট হবে। যেহেতু জিপিইউ-এর এজেন্টরা বারবার বলে বেড়াচ্ছে যে আমি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রচারণায় হস্তক্ষেপ করেছি, তাই এটি ভুলে গেলে

চলবে না যে ডিয়েগো রিভেরার সঙ্গে আমার মতবিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁর হঠকারী হস্তক্ষেপ।

যত দ্রুত সম্ভব তোমার হলফনামাটি পেলে আমি আনন্দিত হব।

এ ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি এবং দলের অবস্থা সম্পর্কেও দয়া করে আমাকে কিছু তথ্য দিয়ো।

পরম বন্ধুত্বসহ,
আন্তরিকভাবে তোমার,
এল. ট্রটস্কি

একজন পেটি বুর্জোয়া ফিলিস্টাইন প্রসঙ্গে

অ্যালবার্ট গোল্ডম্যানের প্রতি একটি চিঠি

(আগস্ট ১৯৪০)

৯ই আগস্ট, ১৯৪০

অ্যালবার্ট গোল্ডম্যান

প্রিয় বন্ধু,

আমি জানি না, তুমি ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ডের ‘পার্টিজান রিভিউ’-এর আগস্ট সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধটি দেখেছ কি না।

এই ব্যক্তি ছিলেন উন্নাসিক বুদ্ধিজীবী বার্নহ্যামের শিষ্য। বার্নহ্যাম দলত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর, ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ড শ্যাখটম্যানের দলে “বিজ্ঞানের” একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে টিকে রইলেন।

ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে ম্যাকডোনাল্ড আমাদের ভাণ্ডার থেকে চুরি করা বক্তব্যের এক নিকৃষ্ট সংকলন পরিবেশন করেছেন, যেগুলোকে তিনি নিজের আবিষ্কার হিসেবে তুলে ধরছেন; আর এর বিপরীতে কিছু মামুলি গতানুগতিক কথাকে আমাদের ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরোধিতা করছেন। পুরো বিষয়টিতে নেই কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, নেই কোনো পরিমিতিবোধ, আর নেই ন্যূনতম বৌদ্ধিক সততা।

তবে এটাই সবচেয়ে খারাপ দিক নয়। বার্নহ্যামের এই এতিম ঘোষণা করছেন: “আমাদের অবশ্যই নির্মোহ ও সন্দিহান দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তিগুলো পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।” (পৃষ্ঠা ২৬৬) আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়কালে বেচারা “ওয়ার্কার্স পার্টি” কী করবে? সর্বহারা শ্রেণিই-বা কী করবে? অবশ্যই ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ডের গবেষণার ফলাফলের জন্য তাদের অপেক্ষা

করতে হবে। আর এই ফলাফল সম্ভবত হবে ম্যাকডোনাল্ডের নিজেরই দলত্যাগ করে বার্নহ্যামের শিবিরে চলে যাওয়া।

প্রবন্ধটির শেষ চারটি লাইন ব্যক্তিগত পলায়নের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না: "আসন্ন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও ভয়াবহ বছরগুলোকে আমরা যদি সংশয় ও নিষ্ঠা উভয়ই নিয়ে মোকাবিলা করি—সকল তত্ত্ব, সরকার ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি সংশয়; জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি নিষ্ঠা—কেবল তখনই আমরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেদের অবস্থান ন্যায্য প্রমাণ করতে পারব।"

তাত্ত্বিক সংশয়বাদের ওপর ভিত্তি করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হলো সবচেয়ে উদ্ভট অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা। এই বিপ্লবী সংগ্রামের নিয়মকানুন সম্পর্কে তাত্ত্বিক উপলব্ধি ছাড়া "জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি নিষ্ঠা" অসম্ভব। বিপ্লবী নিষ্ঠা কেবল তখনই সম্ভব, যখন কেউ এই নিশ্চয়তা অর্জন করে যে তার নিষ্ঠা যুক্তিসংগত ও যথাযথ এবং তা তার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন নিশ্চয়তা কেবল শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কে তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। "সকল তত্ত্বের প্রতি সংশয়" ব্যক্তিগত পলায়নের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্যাখটম্যান নীরব রয়েছেন; "জেনারেল সেক্রেটারি" হিসেবে তিনি এতটাই ব্যস্ত যে পেটি বুর্জোয়া ফিলিস্টাইন ও উন্নাসিকদের হাত থেকে "মার্ক্সবাদের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তিগুলো" রক্ষা করার সময় তাঁর নেই...

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শুভেচ্ছাসহ,

এল. ট্রটস্কি

সি. চার্লস এর প্রতি চিঠি

(আগস্ট ১৯৪০)

১৬ই আগস্ট, ১৯৪০

প্রিয় বন্ধু চার্লস,

সবকিছুই হাতে পৌঁছেছে। কেবল সত্যিকারের প্রয়োজন হলেই আমি তোমার সাক্ষ্য ব্যবহার করব, তবে তেমন ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বুলেট-প্রুফ ভেস্টটির প্রশংসা সবাই ভক্তিভরেই করেছে। কোন উপলক্ষে আমরা এটি পরব, তা এখনো ঠিক করিনি। যাই হোক, ভ্রমণের সময় এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে, ঘুমের সময় সুরক্ষা হিসেবে এটি যথেষ্ট আরামদায়ক হবে কি না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

সাইরেনটি আরও বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে। কেবল দেখতেও এটি যথেষ্ট চমৎকার। আমরা এখনো এটি বাজিয়ে দেখিনি, কারণ আমরা বাড়তি কোনো "জাফারানচোস" (যুদ্ধপ্রস্তুতির তোড়জোড়) সৃষ্টি করতে চাই না; কেননা আমাদের বলা হয়েছে যে এই সাইরেন নাকি এখান থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত শোনা যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য এটিকে অতিরঞ্জন বলেই মনে করি।

কমরেড টি. এবং তাঁর বোনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে; দুজনেই ভালো ছাপ ফেলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের আরও কথা হবে।

আমার আড়াই মাসেরও বেশি সময় প্রায় সম্পূর্ণভাবে (২৪শে মে-র হামলার) তদন্তের পেছনেই ব্যয় হয়েছে। আগামীকাল আমি বিচারকের কাছে মেক্সিকান স্তালিনবাদী, জিপিইউ এবং মস্কোর এজেন্টদের প্রতি আর্থিক সহায়তা সম্পর্কে খুব বড় একটি স্মারকলিপি পেশ করব; এর সঙ্গে থাকবে বেন গিটলো, জোসেফ জ্যাক, ওয়াল্টার ক্রিভিৎস্কি এবং অ্যালবার্ট গোল্ডম্যানের হলফনামা। আমি আশা করি, এই স্মারকলিপিটি তার প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হবে না। আর এখন আমি আশা করছি যে আমার বইটির কাজে ফিরে যেতে পারব।

অসাধারণ উপহারগুলোর জন্য আমাদের আন্তরিকতম ধন্যবাদ এবং আমাদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শুভেচ্ছা।

এল. ট্রটস্কি

বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগদান দেওয়ার উপর আরেক মন্তব্য

(আগস্ট ১৯৪০)

১৭ই আগস্ট, ১৯৪০

প্রিয় ক্রিস,

তানাকা-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এটি যথেষ্ট সময় থাকতেই পৌঁছেছে, কারণ গত আড়াই মাস ধরে আমি প্রায় সম্পূর্ণভাবে হামলার তদন্ত নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।

দলের গৃহীত শান্তিবাদ-বিরোধী অবস্থানটির প্রতি তোমার প্রশংসা দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এই অবস্থানের দুটি বড় সুবিধা রয়েছে: প্রথমত, এটি মর্মবস্তুর দিক থেকে বিপ্লবী এবং আমাদের যুগের সামগ্রিক চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত—যে যুগে সব প্রশ্নের মীমাংসা কেবল সমালোচনার অস্ত্রে নয়, বরং অস্ত্রের সমালোচনায় নির্ধারিত হবে; দ্বিতীয়ত, এটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদ (সেক্টারিয়ানিজম) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা বাস্তব ঘটনাবলি এবং জনগণের অনুভূতির বিপরীতে নিজেদের পবিত্রতার কোনো বিমূর্ত ঘোষণা দাঁড় করাই না।

১২ই আগস্টের বেচারা লেবার অ্যাকশন লিখেছে: “বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা লুইসের সঙ্গে শতভাগ রয়েছি।” আমরা লুইসের সঙ্গে এক শতাংশও নেই, কারণ লুইস সম্পূর্ণ সেকেলে উপায়ে পুঁজিবাদী পিতৃভূমিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক বোঝেন অথবা অনুভব করেন যে এই উপায়গুলো (পেশাদার স্বেচ্ছাসেবী সশস্ত্র ব্যবস্থা) সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেকেলে এবং শ্রেণিগত দৃষ্টিকোণ থেকে চরম বিপজ্জনক। এ কারণেই শ্রমিকেরা বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগের পক্ষে। এটি “সর্বহারার সশস্ত্রীকরণ”-এর প্রতি অনুগত থাকার একটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী রূপ। সব ধরনের গোষ্ঠীবাদীদের মতো আমরা এই বিশাল ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে সরাসরি

প্রত্যাখ্যান করি না। আমরা বলি, "বাধ্যতামূলক সৈন্যনিয়োগ? হ্যাঁ। তবে তা আমাদের নিজেদের হাতেই সম্পন্ন হতে হবে।" এটি যাত্রা শুরুর একটি চমৎকার ভিত্তি।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

ভ্রাতৃত্বপূর্ণভাবে,

(স্বাক্ষরিত) তোমার ওল্ড ম্যান

শেষ তিন চিঠি

(আগস্ট ১৯৪০)

আগস্ট ২০, ১৯৪০

আমার প্রীয় হ্যাঙ্ক,

তোমায় ছবিগুলো পাঠায়নি দেখে দয়া করে এ ভেবো না যে আমরা তোমায় ভুলে গেছি। এখানে সবকিছুই ধীরে হয়, বাড়ির পুনর্নির্মাণে তোমার অভিজ্ঞতা থেকে যেমন তুমি জানো।

জো এর চিঠি হতে হয়তো বা তুমি জানতে পেরেছ যে আমাদে র কাজে কিছু উন্নতি হয়েছে বিগত সপ্তাহগুলোতে , কিন্তু শেষ থেকে আমরা এখনো অনেক দূর।

তোমার পা কেমন আছে, এবং সার্বিক ভাবে তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে? আশা করছি পিতৃভূমির মাটি তোমার সাস্থের জন্য আরো অনুকূল। এবং তোমার স্ত্রী ও মেয়ে কেমন আছে ?

আমি একটি অসাধারণ উপহার পেয়েছি গ্রেস হতে - অপভাষার অভিধান। শুধু একটি মাএ সমস্যা – খাওয়ার সময়- কথা বুঝতে বইটি সর্বদা আমার হাঁতে রাখতে হয়। অবশ্য, আমি চেষ্টা করবো খাবার বেলার মাযখানের সময়গুলোতে এটি পড়তে যেন বাড়ির “পড়াশোনার” দিকটি আরো ভালো ভাবে যাচাই করতে পারি। যে আংশ গুলো আামি পড়েছি , যা ছি ল কলেজের অপভাশা ভাষা নিয়ে , আমি আশা করে ছিলাম যে আমি কিছু সারমর্ম পাবো বিভিন্ন বিজ্ঞান, দর্শনিক তত্ত্ব, ইত্যাদি নিয়ে , কিন্তু তার বদলে আমি পয়েছি ২৫টি মাত্র অভিব্যক্তি সুন্দরি নারীর জন্য। এখানে কিছুই নেয় দ্বান্দ্বিকতা আথবা বস্তুবাদ নিয়ে। আমি দেখছি যে অফিসিয়াল “বিজ্ঞান” একটু একতরফা।

নর্থ-ওয়েস্ট সংস্থা আরো নিখুতঁ - আরো হিংস্র - আরো রাজনৈতি ক হয়ে উঠেছে। আমরা এটাতে আনেক খুশি।

বন্ধুত্বের বাঁধন ও ভালোবাসা জানিয়ে এক পরিবার হতে অন্য পরিবার, আমি ,

ইতি তোমার কাছের মানষু,

এল. ট্রটস্কি

(এই দটুু চিঠি ট্রটস্কি লেখেছিলেন দটুুজন বন্দি শ্রেণি সংগ্রামিদের, যারা কিছুদিন এর মধ্যেই ছাড় পেতে যাচ্ছে, ধর্মঘর্মটে তাদের অবদানের জন্য জেলের মেয়াদ পূর্ণ করার পর)

আগস্ট ২০, ১৯৪০

প্রীয় কমরেড এডওয়ার্ড,

জেক কুপার আমায় বলেছে যে তুমি অগাস্ট এর ২৩ তোমার স্থানীয় কারাগার থেকে মুক্তি পাবে। এসব স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয় প্রবেশ করা থেকে।

আমার পক্ষ হতে তোমায় মন ভরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো,

ইতি তোমার,

এল. ট্রটস্কি

আগস্ট ২০, ১৯৪০

প্রীয় কমরেড ম্যাক ,

আমার বন্ধু জেক কুপার হতে আমি জেনেছি যে , তুমি আগস্ট এর ২৩ তারিখ জেল থেকে মক্তি পাবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে আমি জানি যে এমন দিন খুশির

দিন।

তোমার প্রতি আমার শুভ কামনা রইলো এবং বিশেষ করে – আবার সেখানে ফেরত যেতে যেন তারা না হয়। ইতি তোমার,

এল. ট্রটস্কি